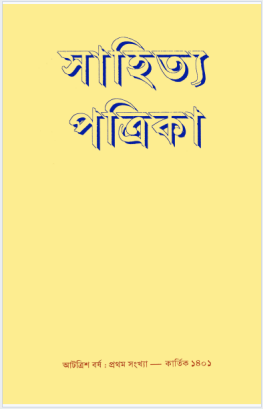


Vol. 38 | No. 1 | 1994

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

# সমর সেনের কবিতায় রঙের ব্যবহার

| | |
|---|---|
| Volume | 38 |
| Issue | 1 |
| Year | 1994 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | Begum Akhtar Kamal |
| Published online | October 1, 1994 |
| DOI | 10.62328/sp.v38i1.6 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v38i1.6 |
| Pages | 99-113 |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৮ : সংখ্যা ১

Check for updates

# সমর সেনের কবিতায় রঙের ব্যবহার

বেগম আকতার কামাল

কবিতায় বর্ণসমাবেশ সংস্কার-সত্তা প্রতিমান থেকেই গৃহীত হয়; তবে বহির্প্রকৃতি বা জীবনরূপের অবস্থান থেকে রঙ রূপান্তরিত হয় কবির চৈতন্যসঙ্গত সত্তা-প্রতিমায়। কবির ব্যবহৃত বর্ণাবলিতে প্রাকৃতিক বিন্যাসক্রমটিই অনুসৃত হয়ে থাকে। কবির বর্ণব্যবহার তাই প্রাতিস্বিক হয়েও বিভ্রান্তিকর হয় না।

সমর সেনের কবিতায় রঙের প্রয়োগ আলঙ্কারিক বাহুল্য-অতিক্রান্ত ভূমিকা পালনে সক্ষম। প্রথম পর্বে বর্ণের বি-ভাব দিয়েই আঙ্গিক সচেতন কবি ক্রমাগতভাবে বর্ণসমূহের স্বকীয় বিন্যাসক্রমে রূপান্বিত করেন কবিতার শরীর। এই পর্বে বর্ণময় ভূবন গড়ার পদ্ধতি ছিল শিল্পবোধে বিশেষীকৃত। ক্রমে কবির বিশ্লেষণী দৃষ্টি ও চিন্তনক্রিয়ার প্রাবল্যে কবিতা হয়ে উঠে বর্ণনামূলক, তথ্যবাহী ও শ্লথ। চল্লিশের দশকে এসে বহুবর্ণানুষঙ্গের কবি সীমাবদ্ধ হয়ে যান কাল, নীল ও লাল-এই ত্রিবর্ণে। শেষাবধিও তার রচনায় রঙের অনুষঙ্গ রয়ে যায়। কেননা, সমর সেনের শিল্প-আত্মার বাণীরূপ প্রধানভাবে রঙের-প্রতিমায় বিনির্মিত।

অধ্যাপক, বাংলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

'বাবুসংস্কৃতি'র[১] দায়ভার বহনজনিত গ্লানিবোধে সমর সেন আত্মবিবিক্ত, প্রতিহত, সংশয়াপন্ন। উপনিবেশের নগরবাসী মধ্যবিত্ত যুবকের সহজাত যৌবনদ্বন্দ্ব এবং নিষ্ফল-সমাজপরিপার্শ্ব থেকে তাঁর কবিতায় বিচ্ছুরিত হয় অন্ধকার-ধূসরতা, সংকটগ্রস্ত প্রতিচ্ছায়া, নৈঃসঙ্গ্যের স্তব্ধতা। এই কবিতার ভুবন স্বল্পায়তন বিশিষ্ট, অথচ এর স্তর বহুমাত্রিক – আমাদের *কলোনিয়াল* প্রতিবেশের অন্তর্ভেদী চারিত্র উন্মোচনে নিবিষ্ট। যৌবনে ব্যক্তিমাত্রেই থাকে *রোমান্টিক*-সংবেদনশীল-প্রাতিস্বিক, সমর সেনও আত্মরতির আশ্লেষমগ্ন, কতকাংশে ত্রস্ত ও গোপনচারী কিন্তু তাঁর ইতিহাস-সমাজজ্ঞানের বিশ্লেষণবুদ্ধি মগ্ন-ত্রস্ত-নিভৃত চারণাকে করে তোলে বিসর্পিল, আত্মপ্রকাশকে নির্গলিত করে প্রতিক্রম-বিন্যাসে - যেখানে যৌবনবন্দনার পরিবর্তে প্রবল হয় যৌবনদ্বন্দ্ব, জৈবিক এষণা হয়ে যায় জৈবযন্ত্রণার কুণ্ডলায়ন অথবা রুদ্ধরতির জটিলতা। আত্মবিরুদ্ধ কবিচিত্ত এ অবস্থায় বিপরীতক্রমে নিজেকে পরিহাস-ব্যঙ্গের নিষ্করুণ-শরে বিদ্ধ করে, এক পর্যায়ে নৈঃসঙ্গ্য-নৈঃশব্দ্যের গহ্বরে আত্মগোপনও করে এবং প্রগাঢ়-সংযোগ রচনার মধ্য দিয়ে অন্ধকার-অনুষঙ্গে সমর্পিত হয়, স্বতঃস্ফূর্ত গীতময় প্রকাশ-উৎস বন্দি হয় গদ্যরীতির জঙ্গম-রূপে। সমর সেনের কবিতা গদ্যময়— এই অভিধা আপতিক, নিহিত অর্থে তাঁর কবিতার স্বরূপে কাব্যময়তাই প্রবল, আদ্যন্ত গীতধর্মী, ধ্বনি-প্রতিধ্বনিস্পর্শী আঙ্গিকই তাঁর আধেয়। অথচ বিশ্লেষণপ্রবণ সচিন্ত্য মনোজগতের কাঠামোতে তিনি সংস্থিত— অনিবার্য কালধর্মের সূত্রে সমর সেনের কবিতায় কোন রহস্যবিধুর অধরা প্রতীকীবিশ্ব আভাসিত হয় না। তাঁর জগৎ বস্তুবিশ্বের দেশকালভিত্তিক বক্রতায়-ভঙ্গুরত্বে-সঙ্কোচনে আকীর্ণ, প্রায়শ জটিল। কোনো সমান্তরাল পরাবিশ্বের প্রতিবিম্ব রচনার জন্য তাঁর কবিদৃষ্টি উৎকণ্ঠ নয়।

এ-সূত্রেই লক্ষণীয়, সমর সেনের প্রেক্ষণ সচেতন বিশ্লেষণ-ক্ষমতার শক্তিতে অন্তর্দীপ্ত, তাঁর কবিতাও বস্তুসংঘাতে আক্ষিপ্ত ব্যক্তিচিত্তের কামনাবাসনার দ্বন্দ্ববৈপরীত্যে পূর্ণ। তিনি বিশ্লেষণকেই অবলোকন বা দৃষ্টিশক্তির ভূমিকা দেন, স্বভাবতই এতে কবিতার আঙ্গিক হয়ে ওঠে চিত্ররূপময় অবশ্য দৃষ্টিইন্দ্রিয়ের পরিচর্যা চিন্তনক্রিয়া দ্বারা উদ্বুদ্ধ-সঞ্জীবিত হয়েই মূলসংবেদনে অবসিত হয়। চিত্রানুগম[২] হওয়ার প্রয়াসে সমর সেনের কবিসত্তা প্রজ্ঞাপথবাহী, প্রতিমানির্ভর, স্তরময় ; দৃষ্টিইন্দ্রিয়প্রসূত কাব্যভুবন রচনার মূলসূত্র হিসেবে তাই রঙের প্রয়োগ হয়ে ওঠে অনিবার্য রূপকল্প। বর্ণসমাবেশের নান্দনিক সূক্ষ্মকলার মধ্যে তাঁর প্রচ্ছন্ন-প্রহত রোমান্টিক চেতনার[৩] স্মৃতিবাসনারঞ্জিত মুখচ্ছবি নির্মাণের আধুনিক মনস্কতা থাকে বিজড়িত। চিত্রসৃষ্টির প্রক্রিয়া প্রকৃতিকেন্দ্রিক, দৃষ্টিক্রিয়ার অন্তর্ভূত, বর্ণব্যবহার এর মুখ্য অবলম্বন। কবিতায় চিত্ররূপময় হয়ে ওঠার প্রয়াসে কবি তাঁর

চৈতন্যের প্রকাশরূপ-সন্ধানে প্রধানত রঙেরই বিভাবাশ্রয়ী হন। সমর সেনের কবিতায় রঙের সমাহার নান্দনিক বিভাব।

আমরা বস্তুপৃথিবীকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে রঙের বৈচিত্র্যে প্রত্যক্ষ করি, এই প্রত্যক্ষণ সাধারণ বস্তুদর্শনে সীমাবদ্ধ। কবির বস্তুদর্শন অনুরূপ নয়, তাঁর কল্পনা-অনুভব বর্ণের রূপান্তর-ক্রিয়ায় বস্তুর স্ববর্ণকে বদলে নেয়। কবি সচেতনে-অবচেতনে আত্মভাব ও প্রকাশের সাপেক্ষতায় প্রকৃতিরূপের আপাত অবয়ব থেকে রঙকে বিচ্ছিন্ন করেন। সমর সেনের বর্ণ-অবচ্ছিন্ন দৃষ্টিলোক তাঁর নিজের অন্তর্লোকের বর্ণপটই ব্যবহার করে, প্রকৃতিপট উক্ত বর্ণসমূহের রূপাকৃতিমাত্র।

রঙ বিজ্ঞানসত্যের ধারণায় নিরপেক্ষ-সত্তা, বস্তুমুখী। আমরা বস্তুর সংস্পর্শে, দীর্ঘজীবন প্রবাহের সংস্কারে বর্ণ সম্পর্কে সাধারণ ধারণায় উপনীত হই। রঙের নিরপেক্ষা-সত্তা আমাদের সংস্কার-চেতনার মধ্যে অবলুপ্ত হয়ে জীবনবোধে এক একটি প্রতিমান গড়ে তোলে। কবিতায় বর্ণসমাবেশ ঐসব সংস্কার-সত্তা, প্রতিমান থেকেই গৃহীত হয়, তবে বহির্প্রকৃতি বা জীবনরূপের অবস্থান থেকে রঙ রূপান্তরিত হয়ে যায় কবির চৈতন্যসঞ্জাত সত্তা-প্রতিমায়। কবি বর্ণসমাবেশের মধ্যে দৃশ্যমান বস্তুর অস্তিত্ব নিরপেক্ষ করে নিজভাবনার প্রতীকায়ন ঘটান। এক্ষেত্রে বর্ণের সঙ্গে বিজড়িত বস্তুজগৎ ত্রিমাত্রিক অস্তিত্বময় অবস্থান থেকে সরে এসে ভিন্নমাত্রায় বিচরণশীল হয়– কবিচেতনার স্বকীয়ত্বে তা নবনির্মাণ, বস্তুধর্মের ক্ষেত্রেও তা ভাবধর্মে উত্তীর্ণ– অনেকক্ষেত্রে চৈতন্যের অনুরূপ। কবির ব্যবহৃত বর্ণাবলি এ-সূত্রে সম্পূর্ণত তাঁরই স্ববর্ণ – যদিও প্রয়োগক্ষেত্রে বহির্জগতের রঙের প্রাকৃতিক বিন্যাসক্রমটিই অনুসৃত হয়ে থাকে। কবির বর্ণব্যবহার প্রাতিস্বিক হয়েও তাই বিভ্রান্তিকর হয় না। দ্রষ্টামস্তিষ্কের প্রত্যয় জ্ঞানশক্তির মধ্যে বস্তুর সত্তা সম্পর্কে যেভাবে সংজ্ঞায়িত হয়, কবির চৈতন্যসম্ভূত প্রতীক-চিত্রকল্প-রূপকের সংকেত থেকে অনুরূপভাবে জাগে রঙের বিচিত্র ভুবন। প্রতিভাবান কবির দৃষ্টিমানসের, ইন্দ্রিয়জাত সূক্ষ্ম-অনুভূতির অন্তঃশীল আবেগ-উৎস দ্বারা এই ভুবন বর্ণবিভাবান্বিত। সমর সেনের কবিতায় রঙের প্রয়োগ তাই আলঙ্কারিক বাহুল্য-অতিক্রান্ত ভূমিকা পালনক্ষম তাৎপর্যে সফল।

## দুই

কাব্যরচনার প্রথম পর্যায়ে সমর সেন *কয়েকটি কবিতা* (১৯৩৭) *গ্রহণ* (১৯৪০)– কাব্যদুটিতে বর্ণ নির্বাচনে আত্মাশ্রয়ী, তবে এ-আত্মতা মননকে ইন্দ্রিয় অভিমুখী করে তোলে। বিচিত্র বর্ণসমাবেশের আবহে কবি নিমগ্নচেত শিল্পীর মতই

পর্যবেক্ষণশীল, অবশ্য কালের পটে তাঁর নিরীক্ষণের বিষয় হয় সমাজজাতির সংকট, ব্যক্তিচিত্তের অনুভব-মননের দ্বন্দ্বরূপ। মধ্যবিত্ত মানুষের অনুভবসর্বস্ব যৌবনরতি, প্রবল বুদ্ধিমত্তা, সমাজ-ইতিহাস জিজ্ঞাসা— এসবের সম্প্রকাশে প্রকৃতি-আশ্রয়ী বর্ণপট হয় মুখ্য বিভাব। স্থান (space) এবং কালের (time) মুখচ্ছদে কবি রঙের আলিম্পনে বোধের প্রতীকায়ন ঘটান, কখনও-বা বর্ণকেই করেন বোধের প্রতিমা। ১৯৩৪-'৩৭-এর মধ্যে রচিত সমর সেনের কবিতাবলি গদ্যাক্রান্ত হয়েও গীতময়, বিশ্লেষণ-চারিত্র নিয়েও চিত্রকল্পাত্মক— স্বতঃস্ফূর্ত সংযোগের মধ্য দিয়ে চিত্রসৃষ্টির বর্ণপ্রয়োগ এখানে দুইয়ের মধ্যস্থ হয়। দ্বান্দ্বিক ভাবাদর্শে প্রত্যয়ী অথচ আত্মদ্বন্দ্বে বিপ্রতীপ কবিচিত্তের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় আততিময় প্রতিবেশে— বর্ণপ্রয়োগ প্রতিবেশটিকে নন্দনসত্তায় ভূষিত করে – অনেকাংশে।

ত্রিমাত্রিক অভিজ্ঞতার বস্তুজগৎ স্তরবহুল হয় কবির চৈতন্যসাপেক্ষ স্থানকালের বিনির্মাণে। রঙ বস্তুজগতে অনির্দেশ্যকে আকৃতি দেয়, সময়ান্তরে বস্তুর রূপবিবর্তনকে মূর্ত করে। রঙকে প্রচলিত অভ্যস্ত নির্দিষ্ট বস্তুসংস্কার থেকে বিচ্ছিন্ন করে কবি তাতে সঞ্চার করেন অনির্দেশ্য ব্যঞ্জনা:

> রূপের বাঁধনছেঁড়া রঙ সেই শুধু অরূপের কতকটা আভাস দিতে পারে, যেমন আকাশের গভীর নীল, রঙিন কাপড়ের নিথর রঙ ; কিন্তু তারা ছবি নয়, ভাবের বাহন, রঙের এক-একটা স্ফূর্তি দিয়ে মনে এক-এক ভাব ও রস জাগায় রূপের অপেক্ষা না রেখেই। সুর কতকটা যে কাজ করে, রঙ কতকটা সেই কাজই করে [অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৮৮:২৩০]

কবিতায় বর্ণপ্রয়োগ অনুরূপভাবে ভাবের অনির্দেশ্যকে করে আভাসময়, ভাবের চারপাশে বিধৃত স্থান (space) পৃথিবীর বাঁধাধরা বিন্যাস হয়েও সৃষ্টি করে দৃশ্যকল্পময় ভিন্নজগৎ। সমর সেনের ভূদৃশ্যে কলকাতা-দিল্লি-শালবন বাস্তব-সমর্থিত হয়েও ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাপট তৈরি করে। এখানে–

বাসের সামনে ভিখিরিরা ভিড় করে
নিচে বিবর্ণ বস্তি
আর হলুদ ঘাসের মাঠ
... এখানে হাওয়া নেই
মাটির উপরে গ্রীষ্মের পাতাগুলি কঠিন পাথর।
[অখ্যাত নায়ক, *গ্রহণ* ]

কলকাতা বর্ষাস্নাত হলেও প্রাণহীন, হরিদ্রাভ, প্রস্তরময়, বৃক্ষপত্রহীন। তাঁর রঙের তুলিতে অপরূপ, নির্বিকার প্রকৃতিতে আরোপিত হয় কুয়াশা-ধূসরতা-রুক্ষতা-অন্ধকার। কবির নিজশরীরে বহমান ক্লেদাক্ত "চাপা রক্তে ক্লান্ত পশ্চিমের আকাশ/ আর দগ্ধ রজনীগন্ধার/ উপরে সন্ধ্যার স্তব্ধ হাসি' [ গোধূলি, *কয়েকটি কবিতা* ]— দৃশ্যকল্পটিতে প্রকটিত হয় কতখানি ক্ষয়, বিবর্ণতা, নিষ্ফলতায় প্রতিবেশ আক্রান্ত। ঔপনিবেশিক নগরপটে জীবন-ব্যর্থতার আবেগ-উত্তেজনা-দ্রোহের অনুভূতি মূর্তায়নে এবং প্রতিবেশ-পরিপার্শ্ব নির্মাণে— দেশকালের প্রতীকীরূপ রচনায় কবি বর্ণকে রূপাঙ্গিকের যাথার্থ্য দেন। এ-সূত্রে 'অন্ধকার' তাঁর কবিতার শিল্প-সংবেদন-চালিত সৃষ্টিমানসের মুখ্য উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

## তিন

তাঁর কবিতায় প্রতিবেশ-দৃশ্য অঙ্কিত হয় 'উল্লম্ব-অনুভূমিক রেখায়— আকাশ-সমুদ্র-পাহাড় রূপে। স্থানের বিস্তৃতি রঙের দ্বারা আয়তনপ্রাপ্ত হয়—আকাশ অমাবস্যাময়-মেঘস্তম্ভিত, সমুদ্র নীল-নির্জন, গম্ভীর-স্তব্ধ পাহাড়'— অন্ধকার ও তার অনুষঙ্গী বর্ণ ধূসর, ধোঁয়া, অমাবস্যা, মেঘ, স্তব্ধতা দিয়ে কবি পরিপার্শ্বকে বর্ণাবৃত করেন। জীবনের বহুবর্ণিল রূপচ্ছবির উজ্জ্বলতায় কবিদৃষ্টি আকৃষ্ট নয়, কালোই তাঁর দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণীশক্তি।

বস্তুজগতে কালো রঙ সববর্ণের সঙ্গে সদাউপস্থিতির দ্যোতক, আলো অন্ধকারের প্রবল বিরোধ ও যৌগের দ্বান্দ্বিক-ক্রিয়ার পটে বর্ণের অস্তিত্ব-জাগরণ-বিচ্ছুরণ সংবদ্ধ থাকে, কালো সে-অর্থে-আদিবর্ণ। সৃষ্টির পটেও অন্ধকারেরই অস্তিত্ব প্রাথমিক, বস্তুরূপের উত্থান-বিনাশ ঘটে ঐ অস্তিত্ব-কেন্দ্রিকতায়। আলোও অন্ধকারকে ঘিরেই নিজ-উপস্থিতির তারতম্য রচনা করে। মানবমস্তিষ্কে অন্ধকার সেই মূলবর্ণ যা ভীতিজনক, স্তব্ধতা-নৈঃশব্দ্যের দ্যোতকরূপে বহুকাল ধরে চেতনায় সংগুপ্ত, সৃষ্টির আদিপটে ও অন্ত্যসীমায় মানুষ অন্ধকারকেই ধারণা করে— প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে সে দেখে কালোরূপের পটে আলোকের পরিস্ফুটন-বিহার-রূপান্তর সর্বদাই থাকে ক্রিয়াশীল।

সমর সেনের চৈতন্যে রয়েছে এক অন্ধতামসের স্মৃতি, বাস্তবজীবনসূত্রে স্মৃতিটি রক্তক্ষরা অভিজ্ঞতার সংঘাতে ক্রমাগত আরও বেশি তমশ্ছন্ন হয়ে ওঠে: বন্ধ্যা-ক্ষয়িত-পরিপার্শ্বে যৌবন হতে থাকে বিস্রস্ত, জীবনবিচ্যুত রুদ্ধযৌবনই পরিবেশকে ক্লান্তি-ব্যর্থতার মধ্যে প্রত্যক্ষ করে। মধ্যবিত্তের আত্মক্ষয়-হতাশা স্থানকালের উপরে আরোপিত হয়:

আমাদের মুক্তি নেই আমাদের জয়াশা নেই ;
তাই ধ্বংসের ক্ষয়রোগে শিক্ষিত নংপুসক মন
সমস্ত ব্যর্থতার মূলে অবিরত খোঁজে
অতৃপ্তরতি উর্বশীর অভিশাপ।
মাথার উপরে আসন্ন পৃথিবীর
অন্ধকার-বিরহিত সূর্য-সংস্কৃত-আকাশ,
তবু সত্য শুধু পতন-বন্ধুর পথ,
বন্ধ্যা ভূমি আর নিষ্ঠুর দিগন্ত।
[ একটি বুদ্ধিজীবী, *গ্রহণ* ]

অন্ধকার মূলবর্ণপট হিসেবে বিধৃত করে রাখে সমর সেনের আশা-হর্ষ-বিষাদের মধ্যবিত্তসুলভ অনুভূতিসমূহ, কখনও-বা কবির ব্যক্তিতা। তাঁর আত্মবিচ্ছিন্নতা, অবরুদ্ধ রতিভাবনা এবং ইতিহাসবোধ প্রথম পর্বের কবিতায় প্রস্ফুট করে নৈঃসঙ্গ্যের নীলাভ-বেদনা, বিপন্নবোধের গীতময়তা। মধ্যবিত্ত বাঙালি যুবকের সমাজবিপ্লবের স্বপ্নচাঞ্চল্য সক্রিয় না হয়ে সর্বদাই হয় সংশয়াত্মক, পরাঙ্মুখ-মনোবৃত্তির ধারক—তাই 'যেন' অব্যয়ের পুনরাবৃত্তি লক্ষণীয়। প্রকৃতপক্ষে কবির লক্ষ্য অন্ধকারকে চিন্তার কেন্দ্রে স্থিত রেখে আলোর প্রথায়ত দ্বন্দ্বের চিহ্নিতকরণও নয়, বরং মধ্যবিত্তের মনোজাগতিক প্রতীতি বাস্তব ক্রিয়াশীলতা থেকে দূরে থাকে বলে কবি তাঁর আত্মবিলোপ-সংশয়-নিষ্ক্রিয়তার যোগ্য প্রতীকরূপে অন্ধকারে নিমজ্জিত। অথচ এই মধ্যবিত্ত গভীরভাবে অস্তিত্বসন্ধানী, আত্মসচেতন, পরিবেশ-সজ্ঞানতায় প্রখরচিত্ত, সংকট-নিরসনে চিন্তিত এবং ইতিহাসবোধে প্রত্যয়ী; কিন্তু আবার নিষ্ক্রিয়ভাবে প্রতীক্ষার কাল গণনাই তাঁর মনোবৃত্তি। অস্তিত্বকে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে নিরীক্ষণ করে যন্ত্রণাগ্রস্ত হয়েই সে ঋণ পরিশোধ করে। কোনো কোনো কবির প্রতীতি এমন এক কাব্যিক সত্যে উত্তীর্ণ হয় যেন এক শুভ প্রভাতে অস্তিত্ব তার যথাযথ সত্তাটি খুঁজে পাবে। বর্তমানে শুধুই আলোহীনতার বিস্তার, বিপ্রতীপ অবস্থার সঙ্গে প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাত— সমর সেন অনুরূপ কাব্যিক সত্যে আশ্বস্ত-আশ্রয়ী নন, তিনি 'পারহীন অন্ধকার স্রোত'কে স্থানে-কালে-চৈতন্যে ক্রমপ্রসারিত-রূপেই প্রত্যক্ষ করেন', স্মৃতির দিগন্তে-স্তব্ধ প্রতীক্ষায় — সর্বত্র এক অন্ধকার 'চারিদিকে ঘেরে দীর্ঘ ছন্দে'।

বিপন্ন, নিষ্ক্রিয়, অন্ধকার-নিমজ্জিত কবির মনোভুবনে সক্রিয় হয়ে ওঠে বহুবঞ্চনা-পীড়নের বাসনারক্তিম আকাঙ্ক্ষা-অবদমনের আবহ-অনুষঙ্গ। নৈঃশব্দ্য-নৈঃসঙ্গ্য— যা তাঁর অস্তিত্বের অবভাস, অন্ধকার সেখানে সংযুক্ত করে শূন্যতা-প্রত্যাখ্যান :

স্তব্ধরাত্রে কেন তুমি বাইরে যাও ?
আকাশে চাঁদ নেই, আকাশ অন্ধকার, ...
কেন তুমি বাইরে যাও স্তব্ধরাত্রে
আমাকে একলা ফেলে ?
কেন তুমি চেয়ে থাক ভাষাহীন, নিঃশব্দ পাথরের মতো ?
[ নিঃশব্দতার ছন্দ, *কয়েকটি কবিতা* ]

ব্যর্থযৌবন যাপনকারী এক আমিত্ব (এ-আমিত্ব রোমান্টিক চেতনার তীব্র সমালোচক) অন্তর্ময় নৈরাশ্যের গাঢ়-অন্ধকার-প্রতিবেশে আত্মগোপন করে। আদিবর্ণের প্রবল-উপস্থিতি আত্মনিরীক্ষণের উপমান-উৎস, সংকেত, শেষত *মোটিফ* হিসেবে প্রযুক্ত হয়। আত্মপ্রতিকৃতির অন্ধতমসাই বর্ণটিকে বিচিত্র উৎস-সংকেত রূপে ব্যবহার করে :

ক.　রক্তে যেন চঞ্চল বলাকা আসে
মাঝে মাঝে গভীর অন্ধকারে
যেন রক্তকরবী কাঁপে
আজ সমস্তক্ষণ অন্ধকার ভরে সূর্যাস্ত।

খ.　অর্ধরাত্রে---
দূরে কোন অরণ্যে এল করুণ মর্মর,
আর উতলা হাওয়া ছিল অন্তরের শূন্যতায়,
আর রক্তের গভীর অন্ধকারে
চঞ্চলতা এল হরিণ শিশুর।
[সাড়া, *কয়েকটি কবিতা* ]

কবিমাত্রেই নিজ নিজ মনোকাঠামোর মধ্যে বহন করেন আদিমবৃত্তি ও ধারণা, একই সঙ্গে চিরায়ত সরল জীবনশ্রীর জন্য তীব্র বাসনা। 'অন্ধকার' অনুষঙ্গে বিজড়িত ভয়-অস্তিত্বনাশী সংস্কারচেতনা অচেতনে রয়ে যায়, আধুনিক আত্মসচেতন ব্যক্তি এর সঙ্গে আরও লালন করেন জীবনের ক্ষয়-নিষ্ফলতার চৈতন্য। 'অন্ধকার' রঙে কবির মানসিক পক্ষপাতের মধ্যে থাকে অতীতের গর্ভ-উত্থিত সংস্কার-চৈতন্যের ধ্রুপদবৃত্তির সম্প্রকাশ, কিন্তু কালধর্মে সমর সেন রোমান্টিক কল্পনা বৃত্তির অধীন; শিল্পরচনার আত্মমুখী-প্রকাশরীতি দ্বারা চালিত;

ফলত মিশ্র-উজ্জ্বল-সূক্ষ্ম বর্ণালির প্রতি আকর্ষণই হয় প্রবল। ধ্রুপদচেতনার সঙ্গে রোমান্টিক কল্পনাবৃত্তির সংশ্লেষ-সূত্রে 'অন্ধকার' অতীতের শুভ-অশুভ, সাদা-কালোর মূল্যমান-ভ্রষ্ট হয়ে নব্য প্রত্যয়ে হয় বিমণ্ডিত। ধ্রুপদ মূল্যাঙ্কে 'অন্ধকার' অস্তিত্ববিনাশী ঋণাত্মকতা হলেও রোমান্টিক চৈতন্যে তা আলোর জাগরণ-উৎস, তপঃশক্তি– অন্ধকারের গর্ভেই আলোর জন্ম-সম্ভাবনা অন্তঃশীল।

রোমান্টিক চিত্তভাবে কবির 'আমিত্ব' 'অন্ধকার'কে ইন্দ্রিয়জ, অস্তিত্ব-অভীপ্সার মাত্রায় করে দেয় চিত্রকল্পরূপ। তাঁর শরীরীচেতনা, রুদ্ধরতি, স্মৃতিবাসনাময় বেদনার প্রতিচ্ছবি অন্ধকার বর্ণে প্রতিষঙ্গ সন্ধান করে :

ক. আমার অন্ধকারে আমি
নির্জন দ্বীপের মতো, সুদূর নিঃসঙ্গ।
[মুক্তি, *কয়েকটি কবিতা*]

খ স্মৃতির দিগন্তে নেমে এল গভীর অন্ধকার।
[ স্মৃতি, ঐ ]

গ. আজ আলিঙ্গনের শ্লথ-বন্ধনে
কী স্বপ্ন যেন বারে-বারে আসে
যে-স্বপ্ন দেহের অবরুদ্ধ অন্ধকারে
চকিতে ভিজে ফুলের গন্ধ আনে,
আর আমার ক্লান্তচোখে ঘুম আসে না।
[ ক্লান্তি , ঐ ]

জটিল, বিশ্লেষণধর্মী বক্তব্য উপস্থাপনে 'অন্ধকার' মিশ্ররঙের দ্বারা নিষিক্ত হয়, এ ক্ষেত্রে তিনি পরিবেশ-প্রকৃতির সঙ্গে অস্তিত্বের সংঘাত-বৈপরীত্য নির্দেশ করেন। প্রকৃতি নিরপেক্ষ, নয়নাভিরাম, স্মৃতিময় এবং অপরূপ, কিন্তু জীবন পঙ্গু-গতানুগতিক-ব্যর্থ ; প্রকৃতির নিত্য বর্ণময় পরিবেশ প্রাণবন্ত-প্রোজ্জ্বল, বিপরীতে যে-সময় কবি যাপন করেন তা আঁধার-ধূসর-নিঃশব্দ। মধ্যরাত্রে এ জীবন স্তব্ধ স্তম্ভিত – বিশাল অন্ধকারে গ্রস্ত ; স্মৃতিবিদ্ধ সময় হতাশায় ধূসর, কখনও বেদনায় নীলাভ:

কোনো নগরে একদিন যেন ছিল
চারিদিকে মেখলার মতো শালবনের অন্ধকার,

পাহাড়ের মতো মেঘবর্ণ প্রাসাদ, অরণ্যে প্রেম ;
[ ঘরে বাইরে, *গ্রহণ* ]

বর্তমানের সময় একান্তই প্রাত্যহিক, নিস্ফল— যদিও 'বিপুল পৃথিবী আর নিরবধি কাল'-ব্যাপী বিস্তৃত ইতিহাসের মুখোশী প্রতিচ্ছায়াও কবি দেখেন, স্মৃতিতে থাকে মহুয়া-শালবনের আরণ্যক প্রেম, মেঘময় অন্ধকার ; চেতনায় অঙ্কুশবিদ্ধ করে ঔপনিবেশিক কলকতার বাস্তবতা। অস্তিত্বের আদিউৎসের প্রতিধ্বনির পাশেই অঙ্কিত হয় মৌলিকত্ব-হরণকারী সভ্যতার অগ্নিচক্র— একভাবে সমর সেন প্রকৃতির সঙ্গে হারিয়ে ফেলা সম্পর্কের পুনরুদ্ধার-কামনায় মধ্যবিত্ত-স্বভাবসুলভ কাতরতাও ব্যক্ত করেন।

অন্ধকার-স্তব্ধতা থেকে কখনও কবির দৃষ্টিলোক বিপ্লব-স্বপ্নের উজ্জ্বল-আশায় আসক্ত হয়, মনোজগতে কালের যাত্রার ধ্বনি হতে থাকে প্রতিধ্বনিত। অন্ধকারকে বিমথিত করে লাল-হলুদ-সবুজ বর্ণমালায় জীবনের রক্তাক্ত বিপ্লব, প্রাণের জয়-হর্ষ পায় অভিব্যক্তি — কবির সমাজবাদী ভাবনার ক্রমে দ্বান্দ্বিক-ভাবাদর্শ রয়েছে বলে যুগপৎ বিষম রঙের নকশায় তার প্রস্ফুটন ঘটে। অমিশ্র-রঙকে কেন্দ্রস্থিত করে মিশ্র রঙের চক্র গড়েন— যাতে বিঘূর্ণিত হয় আত্মকুণ্ডলায়ন, দ্বন্দ্ববাদ এবং একই সঙ্গে আধুনিক কবিতার আঙ্গিক-জটিলতা। অন্ধকার প্রতীকের কেন্দ্রেই রচিত হয় বিবিধ রঙের চিত্রকল্প :

তোমার রাত্রির এই ক্লান্ত স্তব্ধতা পার হয়ে এসো,
যেখানে প্রভাতের রক্তিম আশা কাঁপছে,
যেখানে আসে রাতের পাহাড়ে ঘননীল আভাস
নামে সমুদ্রের গভীর অন্ধকার,
আর তারারা জ্বালে তীক্ষ্ণ নীল আগুনের শিখা
আকাশের সুকঠিন নিঃসঙ্গতায়।[
[ ইতিহাস, *কয়েকটি কবিতা* ]

অন্ধকারের ক্লান্তি-নৈঃসঙ্গ্যের আদিঅন্ত্যপটের মধ্যবর্তী স্থানে উজ্জ্বল স্বপ্ন ও তার প্রতি বেদনাময় আকর্ষণ প্রতীকায়িত হয় 'রক্তিম আশায়', ঘননীল আভাসে, নীল আগুনের শিখায়। কবির অবলম্বিত বর্ণচক্রে থাকে কৃষ্ণচূড়া-মেঘ-চাঁদ-লাল-ধূসর হলুদ, কখনও বা পিঙ্গল মরুভূমির বিস্তৃতি, ধানের সবুজ অগ্নিরেখা, দূর সমুদ্রের দীপ্ত দিন (দ্রষ্টব্য বসন্ত, অকাল বসন্ত— *কয়েকটি কবিতা, গ্রহণ*)। কবি প্রায়শ

জীবন থেকে জীবনহীনতায়, যৌবন থেকে স্থবিরতায় -অর্থাৎ বস্তুজগৎ থেকে চেতনার বাস্তবতায় অভিগমন করেন :

ক. দুধারে গাছের সবুজ বন্যা
মাঝখানে ধূসর পথ,
দূরে সূর্যাস্ত গেল ;
ভরা চাঁদ এল নদীর উপরে
চারিদিকে অন্ধকার রাত্রের ঝাপ্‌সা গন্ধ।
[ নাগরিক, *কয়েকটি কবিতা* ]

খ. তবু বসন্তের রাত্রে
স্বপ্নে দেখি ধূসর পাহাড়,
অন্ধকারে শুনি কীসের বিবর্ণ পদক্ষেপ
আর কর্কশ হাসির স্রোত
অকারণে অন্তরে কাঁপে ;
[ বসন্তের গান, *কয়েকটি কবিতা* ]

অন্ধকারের বহুমাত্রিক প্রয়োগে আঙ্গিক-কৌশলের বিবিধ পরিচর্যাও লক্ষণীয় গুণবাচক প্রতিমা নির্মাণে সমর সেনের নান্দনিক-আগ্রহ প্রবল, অন্ধকারের বিশেষণ ব্যবহারে চৈতন্যানুগ ভাবের পরিস্ফুটন ঘটে— পারহীন, স্তব্ধ, কঠিন, গহীন-গভীর মসৃণ-শীতল, অদৃশ্য গলিত এই অন্ধকার কখনও-বা বিষন্ন-গম্ভীর 'শুকরের চামড়ার মতো' আকাশে ঝুলন্ত। সমুদ্র-আকাশ-পথের বিশেষণরূপে অবর্ণসূচক হয়েও অন্ধকার স্থানকালের পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে ওঠে অন্তহীন রঙের আকর। মিশ্ররঙের গাঢ় প্রলেপে, প্রতিচ্ছায়ায় আকাশ-সমুদ্র-পথ বহুস্তরা অবয়ব পায়— বর্ণগভীরতার তারতম্যে কবি আকাশকে আঁকেন অস্তিত্বের প্রতিবন্ধকরূপে , আবার তাতে জীবন-স্বপ্নের সম্ভাবনাও করেন প্রতীকায়িত। সমুদ্র হয় সবুজ— বিষন্নচিত্ত হতাশাগ্রস্ত কবি আকাশ-সমুদ্রের বর্ণগভীর তটসম্মুখে দাঁড়িয়ে অবলোকন করেন জীবনবিস্তৃতির অসীমতা। এক সময় তাঁর চিত্তের অন্ধকার স্থানকালকে কালো রঙে আবৃত করেছিল, বিপরীতভাবে কবির দ্বান্দ্বিক ভাবাদর্শের আশাবাদ 'জলে-স্থলে-আকাশের প্রতিরূপকে' অন্ধকারকে দেয় তপশ্চর্যার প্রতীকী-অর্থ। কবিচেতনাস্থিত স্থানকাল বাস্তবের স্থানকালকে সঙ্কুচিত-প্রসারিত-রূপান্তরিত করেই প্রতিফলিত হয়— দ্বান্দ্বিক ভাবাদর্শে প্রত্যয়ী অথচ অন্ধকারপ্রেমী হতাশাগ্রস্ত সমর সেন ক্রমশ আত্মবৈপরীত্যকে মিলিয়ে দেন বহুবর্ণের সংকেত-মাল্যে। প্রাথমিক উজ্জ্বল রঙের

চিত্রকল্পাত্মক প্রয়োগে তাঁর কবিতার আঙ্গিক হয়ে ওঠে ইন্দ্রিয়বেদ্য, ধ্বনি-প্রতিধ্বনিময় এবং বি-ভাবমণ্ডিত।

## চার

বহুবর্ণের মিশ্রণকলার মূলরূপ হল কবির সমাজ-চৈতন্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপপ্রতিমা নির্মাণ– এতে বর্ণকে রূপান্তরিত হতেই হয় ধ্বনিতে-স্বাদে-গন্ধে-স্পর্শে, বিশেষত প্রকরণচর্যায় আধুনিক রূপবন্ধ ব্যবহারের সূত্রে ইন্দ্রিয়-বিপর্যাস (metathesis) রীতিটি অনিবার্য। রঙের প্রচল-ধারণার ক্ষেত্রে বিপর্যয় বা বিনিময় ঘটিয়ে শিল্পী এক ধরনের রূপবন্ধ সূচিত করেন, ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে পরস্পরিত অনুভূতির স্থান পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও ব্যাপকভাবে আরেক রীতির বিপর্যাস সৃষ্টি হয়ে থাকে। দুটি পদ্ধতিই চিত্রকলার আঙ্গিক ও তার আধুনিক নিরীক্ষাশীল প্রবণতা দ্বারা প্রভাবিত-রূপান্বিত।

বিজ্ঞানসত্যে বর্ণগুলোর ক্রমিক অবস্থান কখনও সমমাত্রিক, কখনও-বা বিরোধাত্মক, প্রকৃতিজগতেও বর্ণ রঙের অস্তিত্ব বস্তুতে সুনির্দিষ্ট। শিল্পী তার চৈতন্যের অনুক্রমে ও সম্প্রকাশের অন্তর্চাপে বস্তুভিত্তিক বর্ণবিধি ভেঙে দিয়ে, তাদের পূর্বতন সহাবস্থান-বিরোধাত্মক ভূমিকার রূপান্তর ঘটান। সমর সেন তাঁর দ্বান্দ্বিক ন্যায়ের মূর্তায়নে রঙের প্রাকৃতিক ন্যায় লঙ্ঘন করে বিরোধাত্মক অবস্থানকে প্রদান করেন সমতা, বর্ণছন্দের প্রবাহ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে স্থানকালের জটিল ইঙ্গিতমুখ্য-মননময় প্রকাশকে দেন আঙ্গিকগত নিরীক্ষা। স্থানকালের বিপর্যয় সংঘঠনে সমর সেন চিত্রশিল্পীর দৃষ্টিকোণ গ্রহণে উৎসাহী; এতে স্থানের ব্যাপ্তিকে সময়ের গতিতে, সময়কে বস্তু বা স্থানের স্থিতিতে রূপায়ন-সূত্রে রঙের বিচিত্র পরিবর্তন ঘটে। স্থিতিগতির বিরোধাভাস রচনার মধ্য দিয়ে মূর্ত হয় কবির চেতনাস্থিত দেশকালের সাংকেতিক আলেখ্য :

ক.　চাপা রক্তে ক্লান্ত পশ্চিমের আকাশ,
　　আর দগ্ধ রজনীগন্ধার
　　উপরে সন্ধ্যার স্তব্ধ হাসি।
　　[ গোধূলি, *কয়েকটি কবিতা* ]

খ.　রাত্রে, ধূসর সমুদ্র থেকে হাহাকার আসে,
　　আর দিগন্তে জমে ইস্পাতের মতো
　　ধূসর আকাশ,
　　[ একটি প্রেমের কবিতা , ঐ ]

মধ্যবিত্তের দূষিত রক্ত আর ক্লান্তি সময়চেতনাসূচক, পশ্চিমের আকাশ বস্তুজগতের স্থানিক তাৎপর্য ভেদ করে হয়ে ওঠে রক্তের উপমান, বর্তমানের হাহাকার ও প্রতিবাদীচিত্ত ধূসর সমুদ্র-আকাশের ক্ষোভ-বেদনার বিস্তৃত রূপের দ্বারা উপমিত হয়। পূর্বে উল্লিখিত বিষমরঙের নকশা তৈরির প্রবণতা দ্বারাই সম্ভব হয় কবির এই স্থানকাল ও চেতনার পরম্পরিত পরিবহন-ক্রিয়া। প্রকাশবাদী (expressionist) শিল্পীর মতই তিনি বর্ণ ব্যবহার করেন পরিপূরক অনুপূরক-রঙের তীব্র বিরোধ-সংঘাতে বস্তুর রূপাকৃতির পরিবর্তন-লক্ষ্যে ; বস্তুর অন্তর্সত্তার উন্মোচন-স্পৃহা অভ্যন্তরের ক্রোধ-ক্লান্তি-বেদনার নিষ্পিষ্টরূপ অঙ্কনে কালোর সহাবস্থানে প্রয়োগ করে ধূসর সবুজের সংঘাতে লাল, নীলের বিরোধে গেরুয়া, হলুদের বিপরীতে বেগুনি। বিদ্যমান অবস্থার (condition) সঙ্গে মানসস্বপ্নের তীব্র বৈপরীত্য থেকেই জাগে উক্ত সংঘর্ষ-সংঘাত, সম্পর্ক দাঁড়ায় বি-সম অথচ অন্যোন্য। দুইয়ের সুকঠিন দুচ্ছেদ্য ব্যবধান বাস্তবে সুদূরপরাহত হলেও মননে ভেঙে দেবার মায়াব্রতে দগ্ধীভূত জীবনযন্ত্রণার তীব্রগান থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। মনোজগতে অন্ধকার সমুদ্রকে দেখেন সবুজ প্রাণের প্রতীকে, যদিও প্রধানত সবুজধানে অগ্নিপ্রজ্জ্বলনের দৃশ্যরূপটি সমর সেনের বহুব্যবহৃত প্রতিরূপক' 'ধানের সবুজ অগ্নিরেখার' রূপকল্পে কৃষকের শ্রমলুণ্ঠনের ইঙ্গিত মূর্ত হয়— অন্তঃস্থিত উত্তেজনা-ক্রোধ সবুজকে প্রত্যক্ষ করে অগ্নিক্ষরারূপে; সোনা রং দিয়ে কবি প্রতিভাসিত করেন সামন্তজীবনের ক্ষয়িষ্ণু স্বর্ণলালসা, বিগত বসন্তের উপবাসী কামনাকে রূপায়িত করেন ক্ষুধার্ত অজগরের প্রতীকে, তাঁর স্মৃতিগুলো বিষাক্ত সাপের মত শীতল-কুণ্ডলায়িত। চিত্তলোক-অনুষঙ্গী প্রতিবেশ এবং ইন্দ্রিয়— উভয়ের সংযোগশক্তি রঙের বিভাব দ্বারা বহির্জগতের পরিসর-সময়কে করে দেয় মানসিক নিরাকারে বিগলিত । কবির অবলম্বিত এইসব প্রক্রিয়াই চেতনাকে বাণীপ্রতিমার দৃশ্যকল্প করে তোলার উপায় মাত্র, তিনি প্রান্তরকে দেখেন হরিৎ , সকাল হয় লোহিত, নদী নির্বিকার নীল, মাঠ গেরুয়া, কুয়াশা কঙ্কালবর্ণ — রঙ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বৈত-বিপর্যাসে তাঁর কবিতা আকীর্ণ। এ-জাতীয় দৃষ্টান্তে লক্ষণীয় স্বাদ-গন্ধ-স্পর্শ-দৃষ্টি-শ্রুতির বিনিময়-পরম্পরা :

ক . কর্কশ রঙে ভরে গেল বিকেলের পৃথিবী
খ. রক্তের জোয়ার হৃদয় কাঁপায়
গ. নীলপদ্ম হবে নিঃসঙ্গ আকাশ
ঘ. খনির আগুনে রক্তমেঘে সূর্যাস্ত এল
ঙ. চারিদিকে অন্ধকার— রাতের ঝাপসা গন্ধ,
চ. লাল পথে কালো সাঁওতাল মেয়ে

ছ. নীল প্রশান্তি শূন্যে ডানা মেলে / রক্তসন্ধ্যায়।
জ. পাহাড়ের ধূসর অন্ধকারে/ দূরন্ত অন্ধকার ডানা ঝাড়ে।
ঝ. এখনি সন্ধ্যা নামবে দিগন্তে/ লাল মেঘের বন্যায়
ঞ. বুনো হাসের দল রোদে-ভরা সমুদ্রের দিকে তাদের শুভ্র ডানা মেলল :
ট. সবুজ আগুন জ্বলে অনেক মাঠে
ঠ. বৃদ্ধ শহরে পীত বসন্ত।

## পাঁচ

রঙ আমাদের চিত্তে সুখদুঃখ আনন্দব্যথার উদ্গমে অনুষঙ্গরূপে কাজ করে, বর্ণের ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুষঙ্গ প্রতীকীরূপ অর্জন করলেই সর্বজনীনত্ব পেতে পারে। সমর সেন প্রথম পর্বে বর্ণের বি-ভাব দিয়েই আঙ্গিক-সচেতন, অর্থাৎ নান্দনিক সংবেদনে ঋদ্ধ; ক্রমাগতভাবে বর্ণসমূহের স্বকীয় বিন্যাস-ক্রমে রূপান্বিত করেন কবিতার শরীর। বাস্তব অর্থে রঙের সংযোগ রচিত হয় প্রধানত আলো, দ্বিতীয়ত মানসিক অবস্থার সাপেক্ষতায়। চিত্রকলার ক্ষেত্রে রঙ ব্যবহারের সূত্রবিধি গভীরভাবে রূপচেতনার অধীন, কবিতার আঙ্গিকে তার অস্তিত্ব ভাবসচেতনতায়। মানসিক গঠন-উত্থিত বর্ণসংস্কার-চেতনার পশ্চাতে ভূদৃশ্যের অভিজ্ঞতা, দীর্ঘজীবন প্রবাহের ধরন সক্রিয় থাকলেও চিত্রশিল্পীর মত কবিও কখনও-কখনও নতুন নতুন বর্ণরূপ-রচনায় নৈর্ব্যক্তিক হয়ে ওঠেন। নিজ-অনুভূতির ঈক্ষণে রঙের জগৎকে আলোর পরিসরে ধারণ করতে গিয়ে শিল্পী বর্ণের local colour- কে করেন অস্বীকার। সমর সেন বস্তুপ্রকৃতি নিরীক্ষণে দৃষ্টিশক্তির তীব্রতায় উচ্চকিত, আলোর মাধ্যম ব্যবহার তাঁর ক্ষেত্রে অনিবার্য-বিষয়। দীর্ঘস্থায়ী অন্ধকার কবিতার আবহে বিরাজিত থাকলেও বিম্ববাদী (impressionist) চিত্রকরের মতো তাঁর আঙ্গিকে আলোর পরিপ্রেক্ষিতে ও রঙের প্রতিফলনে বস্তুপ্রচ্ছদে গড়ে ওঠে অনুপুঙ্খ বর্ণালির বিম্বরূপ। আকার-অতিরেক, বিমূর্ত ভাবের সূক্ষ্মরূপ পরিস্ফুটনে কবির দৃষ্টিলোকে চাঁদের হলুদ আলো প্রগাঢ় অন্ধকারে প্রতিবিম্বিত হয়। গোধূলি আকাশের রক্তবর্ণ, সূর্যের খরদীপ্তি, নক্ষত্রের দীপালি— সবই কবির নিজস্ব নির্বাচিত আলোক-উৎস। প্রকৃতি-বস্তু-সংলগ্ন এসব প্রতীকী-আলো সমর সেনের কাল-সংবিতে, মননবোধে *আইডিয়ার* অন্তর্দীপনে ব্যবহৃত হয়— তাঁর অবক্ষয়ীচিত্ত চাঁদকে প্রত্যক্ষ করে হলুদ বর্ণে। প্রতীতির ব্যঞ্জনায় সূর্য-নক্ষত্রের আলোকরশ্মিতে দেখে দৃপ্ত-প্রত্যাশার বিম্ব। বর্ণ-আলোর যুগ্ম পথরেখা অনুসরণে কবির সমাজগতির কম্বুরেখ-চিন্তাদর্শের বিশ্বে সহজেই প্রবেশ করা যায়; এ বিশ্ব

ভিন্নমাত্রায় বিচরণশীল কবির নিজস্ব পৃথিবী— যা প্রকৃতপক্ষে বাস্তবপৃথিবীরই সমান্তরাল। সমর সেনের চিত্ররূপধর্মী পৃথিবী বস্তুপৃথিবীর বহির্ভূত নয়, আবার অন্তর্ভূতও নয় — এই জগৎ এক অগ্নিদগ্ধ তীক্ষ্ণ আত্মসচেতন কবিহৃদয়ের বাঙ্ময়-প্রকাশ। তাঁর শিল্পধ্যান, শব্দধ্বনি-ছন্দ সময়চক্রে দুঃশাসন-তাড়িত, বিপ্রতীপ-বিপর্যস্ত— গদ্য-আঙ্গিকে আক্ষিপ্ত, কিন্তু কোনরকম আপাতরম্য অলীক মায়ালোকের অন্বেষণে অনাকাঙ্ক্ষীত। সমর সেনের কাব্যিক সত্য জীবনমুক্তির জন্য কোনো মোহ রচনা না করে বাস্তবতার দ্বারা খণ্ডিত, দগ্ধীভূত। কবিতা রচনার স্বল্পস্থায়ী পরিসরে ভ্রমণক্লান্ত কবি তাই অচিরেই বুদ্ধিবৃত্তির পরিচর্যায় অবতীর্ণ হন। মানব জীবনের দুঃখবেদনা-সংগ্রামের সঙ্গে স্বপ্নঅধ্যাসের মিলন-সূত্র তৈরির লক্ষ্যে শেষ পর্যন্ত তাঁর বিচরণ ক্ষেত্রে নিবদ্ধ হয় পত্রিকা সম্পাদনার কর্মযজ্ঞে।

## ছয়

স্বল্প কাব্যসৃষ্টির ধারায় বর্ণময় ভুবন গড়ার পদ্ধতি প্রথম পর্বে ছিল শিল্পবোধে বিশেষীকৃত, পরিশ্রুত। ক্রমে কবির বিশ্লেষণী-দৃষ্টি ও চিন্তনক্রিয়ার প্রাবল্যে কবিতা হয়ে ওঠে বর্ণনামূলক, তথ্যবাহী, শ্লথ। বর্ণ-অনুষঙ্গের উজ্জ্বলতা, চমৎকারিত্ব এবং পৌনঃপুনিকতা *খোলা চিঠি* ( ১৯৪৩ ), *তিনপরুষ* (১৯৪৩) কাব্যে প্রায়-অনুজ্জ্বল। বহুবর্ণানুষঙ্গের কবি সীমাবদ্ধ হয়ে যান ত্রিবর্ণে— মূলত দুটিতে— অন্ধকার ও রক্তিমতার, সঙ্গে প্রতীক হিসেবে যুক্ত থাকে নীলের হিমবেদনা।

প্রথম দিকে কবির নান্দনিক অভিপ্রায় ছিল আঙ্গিকে অধিকতর রূপচেতনা, তাঁর সমাজবক্তব্য বা আত্মপ্রতিফলন রূপান্বিত হয়েছিল প্রতীকে-সংকেতে-উপমানে-চিত্রকল্পে। রঙ ও চেতনা রূপবন্ধের দ্বৈতপদ্ধতি হিসেবে বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যায়ে বিবৃতির ঝোঁকে হারিয়ে গেছে কবির এই সাংকেতিক বাণী প্রতিমা-সংকেত পদ্ধতি। ইতিহাসচিন্তা মুখ্য বিষয় হওয়ার ফলে ব্যঞ্জনাসৃষ্টির করণকৌশল হয়েছে অপসৃত।

রঙ দুটি অবস্থার মধ্যস্থ রূপেরও প্রতিভু— এ সূত্রটি সমর সেন বিস্মৃত হন না বলে শেষাবধিও রঙের অনুষঙ্গ রয়ে যায়। তাঁর শিল্পজিজ্ঞাসার সঙ্গে পাঠকের বোধক্রিয়ার উদ্বোধন-সম্পৃক্তি নির্দেশনায় আমরা রঙব্যবহারের ধারাবাহিক পথটি অনুসরণে লক্ষ করি যে, সমর সেনের শিল্প-আত্মার বাণীরূপ প্রধানভাবে বর্ণপ্রতিমায় বিনির্মিত।।

## টীকা

১ 'বাবু সংস্কৃতি' সমর সেনের চিন্তার পৌনঃপুনিক প্রসঙ্গ— যা কবিতায় ও গদ্যগন্থে বিধৃত। দ্রষ্টব্য, 'বাবু বৃত্তান্ত', কলকাতা ১৯৭৮ ; 'বাবু বৃত্তান্ত' শীর্ষক কবিতা *'তিনপুরুষ'* কাব্যগ্রন্থ, ১৯৪৩

২ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য, "তাঁর কবিতা অবশ্য চিত্রানুগম'। দ্রষ্টব্য, *অনুষ্টুপ,* সমর সেন সংখ্যা, ১৯৮৮

৩ 'আমি রোমান্টিক নই, মার্কসিস্ট'— এই ঘোষণা সত্ত্বেও সমর সেন *রোমান্টিসিজমকে* নিষ্ক্রিয়তায় বিম্বিত করেন— এবং অন্তর্লীন গীতময়তায় তাঁর কবিস্বভাব গঠিত।

## গ্রন্থপঞ্জি


| | |
|---|---|
| অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর<br>১৯৮৮ | *বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*। কলকাতা:<br>রূপা প্রকাশনী। |
| সব্যসাচী দেব ও<br>সোমেশ চট্টোপাধ্যায় (সম্)<br>১৯৯০ | *সংকলিত সমর সেন*। কলকাতা:<br>অনুষ্টুপ। |
| পুনর্ক চন্দ (সম্)<br>১৯৮৮ | *অনুষ্টুপ,* সমর সেন বিশেষ সংখ্যা।<br>কলকাতা। |